سورة العاديات

সূরা আদিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ, ১১ আয়ত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۝١ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ۝٢ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۝٣ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ۝٤ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۝٥ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝٦ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝٧ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝٨ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝٩ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝١٠ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝١١

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের, (২) অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিনির্গত-কারী অশ্বসমূহের (৩) অতঃপর প্রভাতকালে লুটতরাজকারী অশ্বসমূহের (৪) ও যারা সে সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে (৫) অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে---(৬) নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ (৭) এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত (৮) এবং সে নিশ্চিতই ধনসম্পদের ভালবাসায় মত্ত (৯) সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে, তা উত্থিত হবে (১০) এবং অন্তরে যা আছে, তা অর্জন করা হবে? (১১) সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ জ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বসমূহের, অতঃপর যারা (প্রস্তরে) ক্ষুরাঘাতে অগ্নি নির্গত করে, অতঃপর প্রভাতকালে লুটতরাজ করে, অতঃপর সে সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে ও শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে, (এখানে যুদ্ধের অশ্বসমূহ বোঝানো হয়েছে। আরব দুর্ধর্ষ জাতি বিধায় যুদ্ধের জন্য অশ্ব পালন করত। অশ্বের সাথে তাদের এ সংযোগের প্রেক্ষিতে সামরিক অশ্বের শপথ করা হয়েছে। অতঃপর শপথের জওয়াবে বলা হচ্ছে ঃ) নিশ্চয়

(যেসব) মানুষ (কাফির) তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। সে নিজেও এ সম্পর্কে অবহিত (কখনও প্রথমেই এবং কখনও চিন্তাভাবনার পর অকৃতজ্ঞতা অনুভব করে।) সে অবশ্যই ধন-সম্পদের ভালবাসায় মত্ত। (এটাই তার অকৃতজ্ঞতার কারণ। অতঃপর এর জন্য শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে ঃ) সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে, তা উত্থিত হবে এবং অন্তরে যা আছে, তা প্রকাশ করা হবে? সেদিন তাদের কি অবস্থা হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ অবহিত। (ফলে তিনি তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। মোট কথা, মানুষ যদি সেই সংকটময় মুহূর্ত সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত হত, তবে অকৃতজ্ঞতা ও ধনসম্পদের লালসা থেকে অবশ্যই বিরত হত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আদিয়াত হযরত ইবনে মসউদ, জাবের হাসান বসরী, ইকরিমা ও আতা (রা) প্রমুখের মতে মক্কায় অবতীর্ণ এবং ইবনে আব্বাস, আনাস (রা), ইমাম মালিক ও কাতাদাহ্ (র) প্রমুখের মতে মদীনায় অবতীর্ণ।---(কুরতুবী)

এ সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা সামরিক অশ্বের কতিপয় বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের শপথ করে বলেছেন যে, মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। একথা বার বার বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সৃষ্টির মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর শপথ করে বিশেষ ঘটনাবলী ও বিধানাবলী বর্ণনা করেন। এটা আল্লাহ্ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। মানুষের জন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা বৈধ নয়। শপথ করার লক্ষ্য নিজের বক্তব্যকে বাস্তবসম্মত ও নিশ্চিত প্রকাশ করা। কোরআন পাক যে বস্তুর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করে, বর্ণিত বিষয় সপ্রমাণে সে বস্তুর গভীর প্রভাব থাকে। এমনকি, সে বস্তু যেন সে বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্যদান করে। এখানে সামরিক অশ্বের কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার উল্লেখ যেন মানুষের অকৃতজ্ঞতার সাক্ষ্যস্বরূপ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, অশ্ব বিশেষত সামরিক অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের আদেশ ও ইঙ্গিতের অনুসারী হয়ে কত কঠোর খেদমতই না আনজাম দিয়ে থাকে। অথচ এসব অশ্ব মানুষ সৃষ্টি করেনি। তাদেরকে যে ঘাস-পানি মানুষ দেয়, তাও তার সৃজিত নয়। আল্লাহ্র সৃষ্টি করা জীবনোপকরণকে মানুষ তাদের কাছে পৌঁছে দেয় মাত্র। এখন অশ্বকে দেখুন, সে মানুষের এতটুকু অনুগ্রহকে কিভাবে চিনে এবং স্বীকার করে! তার সামান্য ইশারায় সে তার জীবনকে সাক্ষাৎ বিপদের মুখে ঠেলে দেয়, কঠোরতর কষ্ট সহ্য করে। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এক ফোঁটা তুচ্ছ বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন কাজের শক্তি দিয়েছেন, বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন, তার পানাহারের সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য করে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু সে এতসব উচ্চস্তরের অনুগ্রহেরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। এবার শব্দার্থের প্রতি লক্ষ্য করুন---عاديات শব্দটি عدو থেকে উদ্ভূত। অর্থ দৌড়ানো। ضبحا---ঘোড়ার দৌড় দেওয়ার সময় তার বক্ষ থেকে নির্গত আওয়াজকে বলা হয়। موريات শব্দটি ايراء থেকে উদ্ভূত।

অর্থ অগ্নি নির্গত করা ; যেমন চকমকি পাথর ঘষে অথবা দিয়াশলাই ঘষা দিয়ে অগ্নি নির্গত করা হয়। قدح-এর অর্থ ক্ষুরাঘাত করা। লৌহজুতা পরিহিত অবস্থায় ঘোড়া যখন প্রস্তরময় মাটিতে ক্ষুরাঘাত করে দৌড় দেয় তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় مغيرات শব্দটি ٤ اغار থেকে উদ্ভূত। অর্থ হামলা করা, হানা দেওয়া। صبحا আরবদের অভ্যাস হিসাবে প্রভাতকালের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বীরত্ববশত রাত্রির অন্ধকারে হানা দেওয়া দূষণীয় মনে করত। তাই তারা ভোর হওয়ার পর এ কাজ করত। اثرن শব্দটি ٤ اثار থেকে উৎপন্ন। অর্থ ধূলি উড়ানো। نقع ধূলিকে বলা হয়। অর্থাৎ অশ্বসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে এত দ্রুত ধাবমান হয় যে, তাদের ক্ষুর থেকে ধূলি উড়ে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিশেষত প্রভাতকালে ধূলি উড়া অধিক দ্রুতগামিতার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, স্বভাবত এটা ধূলি উত্থিত হওয়ার সময় নয়। ভীষণ দৌড় দ্বারাই ধূলি উড়তে পারে।

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا—অর্থাৎ এসব অশ্ব শত্রুদলের অভ্যন্তরে নির্ভয়ে ঢুকে পড়ে।

كنود হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ এর অর্থ সে ব্যক্তি, যে বিপদ স্মরণ রাখে এবং নিয়ামত ভুলে যায়।

আবু বকর ওয়াসেতী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহকে গোনাহের কাজে ব্যয় করে, তাকে كنود বলা হয়। তিরমিযীর মতে এর অর্থ যে নিয়ামত দেখে কিন্তু নিয়ামতদাতাকে দেখে না। এসব উক্তির সারমর্ম নিয়ামতের নাশোকরী করা।

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ — خير-এর শাব্দিক অর্থ মঙ্গল। আরবে ধন-সম্পদকেও خير বলে ব্যক্ত করা হয় ; যেন ধনসম্পদ মঙ্গলই মঙ্গল এবং উপকারই উপকার। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ধনসম্পদ মানুষকে হাজারো বিপদে জড়িত করে দেয়। পরকালে তো হারাম ধনসম্পদের পরিণতি তাই হবে ; দুনিয়াতেও তা মানুষের জন্য বিপদ হয়ে যায়। কিন্তু আরবের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী এ আয়াতে ধনসম্পদকে خير বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে আছে اِنْ تَرَكَ خَيْرًا —

উপরোক্ত আয়াতে অশ্বের শপথ করে মানুষ সম্পর্কে দু'টি কথা ব্যক্ত করা হয়েছে—এক. মানুষ অকৃতজ্ঞ, সে বিপদাপদ ও কষ্ট স্মরণ রাখে এবং নিয়ামত ও অনুগ্রহ ভুলে যায়। দুই. সে ধনসম্পদের লালসায় মত্ত। উভয় বিষয় শরীয়ত ও যুক্তির নিরিখে নিন্দনীয়। অকৃতজ্ঞতা যে নিন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তবে ধনসম্পদ মানুষের প্রয়োজনাদির ভিত্তি। এর উপার্জন শরীয়তে কেবল হালালই নয় বরং প্রয়োজনমাফিক ফরযও বটে। সুতরাং ধনসম্পদের ভালবাসা নিন্দনীয় হওয়ার এক কারণ তাতে এমন

ভাবে মত্ত হওয়া যে, আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান থেকেও গাফিল হয়ে পড়া এবং হালাল ও হারামের পরওয়া না করা। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ধনসম্পদ উপার্জন করা এবং প্রয়োজনমাফিক সঞ্চয় করা তো নিন্দনীয় নয়, বরং ফরয। কিন্তু একে ভালবাসা নিন্দনীয়। কেননা, ভালবাসার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। সারকথা এই যে, ধনসম্পদ প্রয়োজনমাফিক অর্জন করা এবং তদ্দ্বারা উপকৃত হওয়া তো ফরয ও প্রশংসনীয় কিন্তু অন্তরে তৎপ্রতি মহব্বত হওয়া নিন্দনীয়। উদাহরণত মানুষ প্রস্রাব পায়খানার প্রয়োজন মিটায়, এজন্য যত্নবান হয় কিন্তু অন্তরে এর প্রতি মহব্বত থাকে না। অসুস্থ অবস্থায় মানুষ ঔষধ সেবন করে, অপারেশন করায়, কিন্তু অন্তরে ঔষধ ও অপারেশনের প্রতি মহব্বত থাকে না বরং অপারক অবস্থায় এগুলো অবলম্বন করে। এমনিভাবে মু'মিনের এরূপ হওয়া দরকার যে, সে প্রয়োজনমাফিক অর্থোপার্জন করবে, তার হিফাযত করবে এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাকে কাজেও লাগাবে কিন্তু অন্তরকে তার মহব্বতে মশগুল করবে না। মওলানা রূমী অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন ঃ

آب آندر زیر کشتی پشتی آست   آب در کشتی هلاک کشتی است

অর্থাৎ পানি যতক্ষণ নৌকার নীচে থাকে, ততক্ষণ নৌকার পক্ষে সহায়ক হয় কিন্তু এই পানিই যখন নৌকার অভ্যন্তরে চলে যায়, তখন নৌকাকে নিমজ্জিত করে দেয়। এমনি-ভাবে ধনসম্পদ যতক্ষণ নৌকারূপী অন্তরের আশেপাশে থাকে, ততক্ষণই তা উপকারী থাকে। কিন্তু যখন তা অন্তরের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে, তখন অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়। সূরার উপসংহারে মানুষের এ দু'টি ঘৃণ্য স্বভাবের কারণে পরকালীন শাস্তিবাণী শুনানো হয়েছে।

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ — অর্থাৎ মানুষ কি জানে না যে, কিয়ামতের দিন সব মৃতকে কবর থেকে জীবিত উত্থিত করা হবে এবং অন্তরের সকল ভেদ ফাঁস হয়ে যাবে? এটাও সবার জানা যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব অবস্থা সম্পর্কেই অবহিত। অতএব তদনুযায়ী শাস্তি ও প্রতিদান দেবেন। কাজেই বুদ্ধিমানের কর্তব্য হল অকৃতজ্ঞতা না করা এবং ধনসম্পদের লালসায় মত্ত না হওয়া।

জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য সূরায় মানুষ মাত্রেরই দু'টি ঘৃণ্য স্বভাব বর্ণিত হয়েছে। অথচ মানুষের মধ্যে এমন অনেক নবী, ওলী ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি আছেন, যাঁরা এ ঘৃণ্য স্বভাবদ্বয় থেকে মুক্ত এবং আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা। তারা আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত থাকেন এবং হারাম ধনসম্পদ থেকে বেঁচে থাকেন। তবে অধিকাংশ মানুষ যেহেতু এসব দোষে পতিত, তাই মানুষ মাত্রেরই এই বদ-অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। এতে সবারই এরূপ হওয়া জরুরী হয় না। এ কারণেই কেউ কেউ আয়াতে মানুষ বলে কাফির মানুষ বুঝিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপেও তাই করা হয়েছে। এর সার অর্থ হবে এই যে, এ ঘৃণ্য বিষয় প্রকৃতপক্ষে কাফিরদের স্বভাব। আল্লাহ্ না করুন, যদি কোন মুসলমানের মধ্যেও এগুলো পাওয়া যায়, তবে অবিলম্বে তা দূর করতে সচেষ্ট হওয়া দরকার।